সুখদুঃখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হল
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুশি, যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময়
ওই মেয়েটির হাসি।
এক পয়সায় কিনেছে ও

তালপাতার এক বাঁশি।
বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো,
ওই যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান-পানে চাহি,
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ।
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

জেনে রাখো

রথের তলায় – পুরীর জগন্নাথদেবের রথের আদলে তৈরি রথ বহু শহর ও গ্রামে আছে। বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে রথ টানা হয়। কিন্তু সারা বছর যে জায়গা বা যে মন্দিরের কাছে রথটি রাখা থাকে সেই জায়গার নাম লোকমুখে রথতলা হয়ে যায়।

স্নানযাত্রা – পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে জৈষ্ঠ্য মাসের পূর্ণিমাতে বছরে একবার স্নানযাত্রার উৎসব পালিত হয়। সেই উৎসবের অনুসরণে বিভিন্ন গ্রামে বা শহরে অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। (জেনে রেখো, বারো বছর পরে পরে পুরীর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই বিগ্রহগুলি নতুন কলেবরে স্থাপিত হয়)

বাদল – মেঘ

এক পয়সা – কবিগুরু এই কবিতাটি আজ থেকে প্রায় (৩১শে জৈষ্ঠ্য ১৩০৭) ১১১ বছর আগে লিখেছেন। ভেবে দেখো, তখন এক পয়সার মূল্য কতখানি ছিল।

হর্ষধ্বনি – আনন্দধ্বনি

অবিশ্রান্ত – অনবরত

নিমেষহারা – [নিমেষের অর্থ চোখের পাতা ফেলতে যেটুকু সময় লাগে, খুব সামান্য সময়] সামান্য সময়টুকু না হারানো, একভাবে চেয়ে থাকা।

নয়ন – চোখ

অরুণ – গাঢ় লাল রং [ভোরের সূর্যকে অরুণ বলা হয়, সূর্যের সারথির নাম]

নিচের লাইনগুলির অর্থ জেনে রাখো

"চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ।
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।"

একটি পয়সার অভাবে মনের মতো জিনিস কিনতে না পারার জন্য দুঃখে বেদনায় ছোট ছেলেটির চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। সেই জলভরা ছলছল্ চোখে এক দৃষ্টিতে দোকানের দিকে চেয়ে আছে। কবি বলেছেন, ছোট্ট শিশুটির দুঃখ যেন পুরো মেলা প্রাঙ্গনকে বেদনায় ভরে দিয়েছে।

কাব্য পরিচয়

এই কবিতাটিতে কবি সুখ ও দুঃখের দুটি ছবি এঁকেছেন। রথতলায় মেঘলা আকাশের নিচে স্নানযাত্রার মেলা বসেছে। একটি ছোট মেয়ে মেলা থেকে এক পয়সার তালপাতার বাঁশি কেনে। তার সেই বাঁশির সুর ও পাওয়ার আনন্দ যেন মেলা প্রাঙ্গনের সকল আনন্দকে তুচ্ছ করে দেয়।

আর একদিকে এই মেলাতেই ছোট্ট ছেলেটি দোকানে সাজানো রাঙা লাঠির দিকে সজল চোখে চেয়ে থাকে, কারণ তার কাছে একটি পয়সা নেই যে সে ঐ লাঠিটি কিনবে। বৃষ্টিধারায় ভেসে যাওয়া মেলা প্রাঙ্গনকে বেদনায় ভরিয়ে দেয় ঐ ছোট্ট শিশুটির না পাওয়ার বেদনায় জলে ভরা দুটি চোখ।

পাঠবোধ

খালি জায়গাগুলি ঠিক শব্দ দিয়ে ভরো

1. বসেছে আজ.....
   স্নানযাত্রার মেলা। [নদীর ধারে/রথের তলায়]
2. সবার চেয়ে..... [আনন্দময়/বেদনাময়]
   ঐ মেয়েটির..... [ব্যথা/হাসি]

3. ..... লোকের হর্ষধ্বনি। [শত/হাজার]
   সবার..... । [নিচে/উপরে]
4. ..... ঠেলাঠেলি [ঠাকুরবাড়ি/রাজবাড়ি]
   লোকের নাহি শেষ।
5. অবিশ্রান্ত..... [আনন্দধারায়/বৃষ্টিধারায়]
   .....যায় রে দেশ [ভরে/ভেসে]
6. ওই যে ছেলে.....চোখে [করুণ/কাতর]
   ..... পানে চাহি [আকাশ/দোকান]

ঠিক লাইনগুলিতে ✓ চিহ্ন দাও

7. সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টি হল
   ফুরিয়ে এল রাত
8. এক পয়সায় কিনেছে ও
   তালপাতার এক বাঁশি
9. আজকে রাতের সুখ যত
   নাই রে সুখ উহার মতো
10. ওই যে ছেলে কাতর চোখে
    দোকান পানে চাহি,

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

11. সবার চেয়ে আনন্দময় কেন মেয়েটির মুখের হাসি? 'সুখদুঃখ' কবিতাটি পড়ে বুঝিয়ে লেখো।
12. কবি বলেছেন,
    'আজকে দিনের দুঃখ যত
    নাইরে দুঃখ উহার মতো'
    মেলায় ছেলেটির এতো দুঃখ কেন? সুখদুঃখ কবিতাটি পড়ে বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বানানগুলি ঠিক করে লেখো

অবিস্রান্ত	আনন্দধনি
করূণ	নিমেসহারা
অরুন	নয়ণ

2. কোনটি বিশেষ্য কোনটি বিশেষণ পদ শব্দগুলির পাশে লেখো।

ভাল.....	পাখা.....
তালপাতা.....	পয়সা.....
করুণ.....	লাঠি.....
চোখ.....	বর্ষা.....

করতে পারো

তোমরা মেলায় বেড়াতে গিয়েছে কি? সেখানে কী কী জিনিস পাওয়া যায়, সেগুলির নাম লেখো। তোমার বিশেষ পছন্দের দুটো জিনিসের ছবি এঁকে দেখাতে পারো।